ফ্যান্টাসির ফানুস

ইন্দিরা মুখোপাধ্যায়

লিইবার ফিয়েরা

প্রেমপিল ৯
হিলভিউতে হ্যাট্রিক ২৪
যন্ত্রিনী ৩৬
রিমিল আর রোবোনি ৪৬
হেয়ারড্রায়ার ও আলোর কিসসা ৫৭
পুপুলের রুবিয়া দিদি ৬৬
চিন্তামণির থটশপ ৭১
মেসি রহস্যে অগ্নি ৭৭
প্ল্যাস্টিক খেগো পলিপড ৯৬
গোয়েন্দা পুপুলের বুদ্ধিমান স্মার্ট ফোন ১০৯
গোয়েন্দা পুপুলের গন্ধ বিচার ১২০
চাঁদমণির স্বপ্ন দেখা ১২৬

প্রেমপিল

১

নিউরোএথিকস্ ল্যাবে জোরকদমে রিসার্চ চলছে। অনিমেষের ধ্যানজ্ঞান সবকিছু এখন এই প্রেম-পিল বা প্রেমের ট্যাবলেট আবিষ্কারকে ঘিরে। আধুনিক যুগে মানুষের জীবনের সবচেয়ে বড় সমস্যাটির সমাধান করে ছাড়তে অনিমেষ দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। বায়োটেকনোলজির সঙ্গে ফিজিওলজিকে অদ্ভুতভাবে মিশিয়ে মানুষের স্নায়ুকলার সঙ্গে প্রেমের রাসায়নিক দোস্তি পরখ করছেন তিনি। আর প্রেম বা অপ্রেমের মতো স্নায়বিক অনুভূতির ফলে শরীরের রাসায়নিক ক্রিয়া বিক্রিয়ার চলন, গমন স্টাডি করছেন তাঁর টিম। জটিল রসায়ন। মানুষ প্রেমে পড়লে হিউম্যান ব্রেইনে একটি বিশেষ রাসায়নিক পদার্থের উপস্থিতি তাঁরা লক্ষ করেছেন। আবার বহুদিনের অধরা যাদের প্রেম? তাদের ব্রেইনে সেই বিশেষ রাসায়নিক পদার্থটি সঞ্চার করিয়ে জীবনে প্রেমের জোয়ার আনতেও সক্ষম হবেন, এই আশা রাখছেন তাঁরা।

বেশ কিছু বছর ধরে অনিমেষের ছোট বোন তৃষার বিবাহ বিচ্ছেদ নিয়ে খুব অশান্তি চলছিল তাদের সংসারে। অনিমেষের মা একরকম মেয়ের সংসার ভাঙার শোকেই আচমকাই চলে গেছিলেন। আবার তার স্ত্রী শুক্তির একমাত্র ভাই রজতশুভ্র জেদ ধরেছিল বিয়ে না করার। সে ছেলে নিজের পায়ে দাঁড়িয়ে গেল।

তবুও জীবনসঙ্গিনী খুঁজতেও আপত্তি। আবার কেউ খুঁজে দিলেও আপত্তি। অনিমেষ ভাবত এই সব প্রবলেমগুলো। কেন এমন হবে? যে সময় যা তা তো হতেই হবে। প্রকৃতির নিয়ম। আর বিয়ের পর পার্টনারের সঙ্গে না বনলেই হল? কথায় কথায় এত ডিভোর্স? মানিয়ে নিতে পারছি না বললেই হল? এত অধৈর্য হলে চলবে জীবনে? এত কঠিন কঠিন সব রোগের ওষুধ বেরোচ্ছে আর জীবনের এত গুরুত্বপূর্ণ একটা অধ্যায় এক ঝটকায় ভেঙে যাবে? কিছু একটা মৌলিক গবেষণা করতেই হবে। নয়তো তার বিজ্ঞানী হবার কোনও যোগ্যতাই হয় না।

সেই ভাবনাই নাড়িয়ে দিয়েছিল একসময় অনিমেষকে।

মানুষের মন আর শরীরের অভ্যন্তরে কী ঘটনা ঘটলে মানুষ প্রেমে পড়ে আর সেই ঘনিষ্ঠ প্রেম থেকে বিচ্ছেদ হলেই বা শরীরের অভ্যন্তরে দেহরসের সমীকরণ কীভাবে বদলে যায় তা নিয়েই তাঁদের রিসার্চ। আর সেটা বুঝতে পারলেই পরের ধাপ হল ওষুধ প্রয়োগ করে প্রেমের গতিবিধিকে কন্ট্রোল করা। যেখানে প্রেম ঘনীভূত হওয়া প্রয়োজন সেখানে ওষুধ দিয়ে তাকে যথার্থ বশে আনা অথবা যে অদরকারী প্রেমের সম্পর্ককে অবিলম্বেই ছেঁটে দেওয়া দরকার সেখানে ওষুধ প্রয়োগে প্রেমের সমীকরণকে উল্টোদিকে হাঁটতে বাধ্য করা।

এখানে অনিমেষের মুশকিল একটাই। প্রেমের মতো নরম অনুভূতি মানুষ নামক জীবটির পক্ষেই প্রযোজ্য। তাই বাঁদর, গিনিপিগ বা ইঁদুর দিয়ে এই এক্সপেরিমেন্টের যথার্থতা স্টাডি করা দুষ্কর। সেক্ষেত্রে মানুষকেই কাজে লাগাতে হবে। কিন্তু রক্তমাংসের কোন মানুষই বা হবে অনিমেষের গিনিপিগ? নতুন ওষুধের প্রকোপে যদি প্রাণহানি ঘটে? অথবা বিপজ্জনক কোনও রাসায়নিক বিক্রিয়ার ফলে দেহের ক্ষতি হয়?

না, না। আটঘাট বেঁধেই নেমেছে সে। পশুদের ওপর এই ওষুধ প্রয়োগ করে টক্সিসিটি লেভেল টেস্ট করেছেন তাঁরা। থিওরিও তাই বলছে। কোনও প্রাণীর ক্ষতি হয়নি। মৃত্যু তো নয়ই। আর প্রেম? সেটা তো মানুষের শরীরে প্রয়োগ না করলে বোঝা যাবে না। কোনও উপায় নেই। পশুপাখির আবেগ কি মানুষের মতো জোরদার? তাদের অতীত নেই, ভবিষ্যৎ নেই। আছে শুধুই বর্তমান। তাই ভালবাসাবাসি শুধুই রমণের সময়। তাৎক্ষণিক একটা মুহূর্ত। মানুষের আবেগ, বেগ দুইই প্রকট। পশুদের যেন কেবলই বেগ সর্বস্বতা। এখুনি খেতে হবে অথবা মৈথুনে মেতে উঠতে হবে। কিম্বা প্রতিমুহূর্তে আত্মরক্ষার তাগিদে নিজের ডিফেন্স মেকানিজমকে চাগিয়ে তোলা। আক্রমণ করতে হবে প্রতিপক্ষকে। তাই সদা জাগ্রত থাকা। প্রেমের মতো সূক্ষ্ম অনুভূতির পরীক্ষা নিরীক্ষায় তারা বুঝি সাড়া দিতে পারবে না বলেই বিশ্বাস বিজ্ঞানীদের।

অনিমেষের বউ শুক্তিশুভ্রা নিজের কিউরিওসিটির বশে জানতে চাইত আগে আগে। মাঝেমধ্যে হঠাৎ করেই ল্যাবে হানা দিত। আড্ডা হত সকলের সঙ্গে। তারপর চা খাওয়া। বেশ সমবয়সী সকলেই। ভাল লাগত কোয়ালিটি টাইমপাস।

নিউরোএথিকস্ ল্যাবে অনিমেষ ছাড়াও জনা চারেক নিউরোসায়েনটিস্ট। অনিমেষ নিজে দুঁদে বায়োটেকনোলজিস্ট। "কী কাজ হচ্ছে বলত বাপু?" জিজ্ঞেস করলে সে বোঝাত শুক্তিকে।

"বুঝেছ?" বলত অনিমেষ।

মানুষের জীবনের প্রেম নামক রোমান্টিক অনুভূতি কোন রাসায়নিক প্রয়োগে জাস্ট জ্বলে ওঠে সেই ম্যাজিক পিল আবিষ্কারে মগ্ন তারা। আবার উল্টোটাও দেখতে হবে বইকি। বিচ্ছেদ বা

প্রেমে হার্টব্রেক। সেই ম্যাজিক পিল প্রয়োগে তাকে আটকাতে হবে অথবা ঘটাতেই হবে।

মানুষের দেহে ডোপামিন নামে একটি নিউরোহরমোন নিঃসৃত হয়। এটি ভাললাগা, আনন্দের ফিলিংস-এর মতো কোমল অনুভূতির জোগান দেয়। আর সেই সঙ্গে এপিনেফ্রিন আর নর-এপিনেফ্রিন নামের আরও দুটি রাসায়নিক পদার্থ উত্তেজকের কাজ করে। এরা মানুষের হৃদয়ে ভালবাসার তুমুল বৃষ্টি সঞ্চারিত করে।

এবার বুঝেশুনে, পরীক্ষা নিরীক্ষা করে এই কেমিক্যালসগুলি বাড়িয়ে কমিয়ে প্রেম-পিলের একজ্যাক্ট ডোজটি কন্ট্রোল করতে হবে।

অঙ্কের ছাত্রী শুক্তি হাসে। কোনও ইন্টারেস্ট পায় না এসবে। 'আপনি আচরি ধর্ম পরকে শিখাও' মনে মনে হাসে সে। "তবু যদি আমাদের ফ্যামিলিতে কোনও কাজে আসত। তোমার বোন বা আমার ভাইয়ের সংসারটা বেঁচে যেত সে যাত্রায়।"

"স্বার্থপরের মতো কথা বোলো না শুক্তি। এমন কত সংসারের যদি কাজে আসে এই পিল?"

হাসতে হাসতে শুক্তি বলেছিল, "আর বহুদিনের বিবাহিত জীবনে যাদের প্রেম অধরা তাদেরও কাজে আসবে এই ওষুধ?"

অনিমেষ বলেছিল, "আলবাত! সেই চেষ্টাটাই তো করে চলেছি আমরা অহোরাত্র। ঠাট্টা করছ?"

শুক্তি বলেছিল, "হঠাৎ করে প্রেমহীন জীবনে প্রেমের দীপাবলি জ্বলে উঠবে?"

অনিমেষ বলেছিল, "নয়তো কী? আমরা কি ভেরেণ্ডা ভাজছি নাকি?"

শুক্তি বলেছিল, "আবার ধর কেউ দীর্ঘদিন ভেবেই চলেছেন যে

অসহনীয় কোনও প্রেম থেকে নিজের জীবনকে অব্যাহতি দিতে। মানে, তাদেরও বিচ্ছেদ তরান্বিত করবে এই ম্যাজিক ওষুধ?"

অনিমেষ বলেছিল, "কাজ দেবে বইকি।"

"আহা রে! মরে যাই। কত চেনা বন্ধুবান্ধব কষ্টে আছে। দেখি তাদের যদি কাজে আসে তবে।" শুক্তি বলে।

শুক্তিশুভ্রার এযাবৎ কিছুই ভাল লাগে না। অনিমেষ না পারে তাকে বেশি সময় দিতে না পারে দিন কয়েকের জন্য বেড়াতে নিয়ে যেতে।

অনিমেষের যেমন কাজ। দিনদিন তার ল্যাব সর্বস্বতা যেন গ্রাস করছে তাকে। বিয়ের পর দু'জনে বছরে একবার অন্তত কোথাও ঘুরতে যেত দিন সাতেকের জন্য। শহরের কোনও রেস্তোরাঁয় গিয়ে ডিনার খেয়ে আসত। নিদেন একসঙ্গে বসে ট্যাবে শর্টফিল্ম দেখা?

শুক্তি একটা হায়ার সেকেন্ডারি স্কুলের প্রিন্সিপ্যাল। খুব দায়িত্ব তারও। আবার প্লাস টু-এর ম্যাথস-এর টিচার সে। তবুও অনিমেষ যেন আজকাল একটু একটু করে তার জীবন থেকে দূরে সরে যাচ্ছে। একটা মেয়ে তাদের। সেও দিল্লিতে ডাক্তারি পড়ছে। বছরের নির্ধারিত ছুটিতে বাড়ি আসে। শুক্তির শুধু স্কুল আর বাড়ি। অঙ্কের খাতা দেখা আর পেপার সেট করা। এই জীবন ছাড়াও শুক্তির জীবনের অনেকটা জুড়ে রয়েছে এযাবৎ তার জীবনের অধরা সৃষ্টিশীলতা... দু-চার লাইন কবিতা লেখা।

অনিমেষ খুব হাসে শুক্তির এই কবিতা চর্চা দেখলে। বলে, "কীসব ছাইপাঁশ লেখ, আমার কাছে দুর্বোধ্য। আঁতেলের অর্থহীন বাক্যরচনা।"

শুক্তি ভাবে, অনিমেষকে নতুন করে ইম্প্রেশ করার কিছু নেই। তার লেখা কবিতা পড়ে অনিমেষ ভাল বলুক আর না